NANDADULAL MANDAL

Assistant Professor

Department of Education

WhatsApp No-9533608266, Contact No-8617528423

Mail id-nandadulalmandal38@gmail.com

23.04.2020, 1nd Year, 6 Period, 6th Paper, 7 Unit, 7.4

Bengali- अन्वितिः-7 भाषायाः गुणवत्ता-

7.3 ***निबन्धलेखनम्- तस्य प्रकृतिः, उद्देश्यं च,निबन्धप्रकाराः- निर्धारितविषयकनिबन्धः वर्णनात्मकनिबन्धश्च। (Essay Writing - It Nature and aims, Type of Essays – Detari And Explanatory.)***

পৃথিবীর যখন দেড়শত কোটি বত্সর এমন সময়ে নাকি তাহার কারখানা ঘরে কোথা হইতে জন্মিল প্রাণ। সেই প্রাণের মহানাটকট অগ্রসর হইতেই জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল আবার মন। আর এই মন বা মননই মানুষকে পশু ধর্ম থেকে উদ্ধার করে উর্ধ্বতর চেতনায় নিয়ে যায়। এটাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় –"মস্তিস্ক কোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি।" আবার এই মনন, চিন্তন,চেতনাকে ধরে রাখার সামর্থ্য একমাত্র মানুষের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। আর সেই চেতনার দুটি দিক যদি জ্ঞানলোক ও রসলোক হয়, তাহলে সাহিত্যকেও দুটি ভাগে ভাগ করা যেতেই পারে।

একটি ভাবের বা রসের অপরটি জ্ঞানের সাহিত্য। অর্থাৎ উপন্যাস,গল্প ইত্যাদি রস সাহিত্য। এগুলি রসের দ্বারা পাঠকের মনকে আকৃষ্টকরে কিন্তু মানসিক বিকাসের জন্য জ্ঞানের সাহিত্য প্রয়োজন হয়। এটি ভাষা, জাতি প্রভৃতির জন্য এই প্রকার প্রবন্ধের মুখ্য ভূমিকা থাকে। দর্শন,তত্ব কথা, সাহিত্য–সংক্রান্ত যাবতীয় চিন্তাপ্রণালী এক কথায় মানসিক বিবর্তন গদ্য রীতিকেই অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। শিল্প, বিজ্ঞান বা দর্শন, যাই হোক না কেন, যে ধরনের চিন্তাই হোক না কেন, তাকে ধরে রাখবার– অন্যর কাছে বা উত্তর পুরুষের কাছে পৌঁছে দেবার বাসনাও মানুষের প্রাগৈতিহাসিক মনস্তত্ব।

কালের বিবর্তনের মনস্তাত্বিক জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই আভাস –ইঙ্গিতের প্রয়োগ বেশি। কালের বিবর্তনের মনস্তাত্বিক জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিনিয়ে সেই আভাষ ইঙ্গিতও ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠেছে।

উপন্যাস,ছোটগল্প,নাটক প্রভৃতি সাহিত্য শিল্পের মতো প্রবন্ধে পাঠক সাধারণের সাথে লেখকের কোনরূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম আবরণ রক্ষা করা হয় না। বরং প্রবন্ধে লেখক পাঠকের সাথে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ ভাবে বা অনাবৃত হয়ে নিজস্ব ভাব বা যে কোন জ্ঞানগর্ভ বিষয় স্বচ্ছন্দ বা সহজে প্রকাশ করতে পারেন। আবার গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে স্রষ্টা সরাসরি যুক্ত থাকলেও প্রকাশ ভঙ্গিতে ইঙ্গিতের কারণে তা সহজ হয়ে ওঠে না। তাই বলা যায়, প্রবন্ধের সঙ্গে স্রষ্টার প্রত্যক্ষতা অনেক বেশি। আসলে প্রবন্ধের বিষয় যাই হোক,প্রকাশভঙ্গির যুক্তিনিষ্ঠতাই প্রবন্ধকেবিজ্ঞান মনস্কতার দিকে নিয়ে যায়।আবার বিষয়ের দিকথেকে ভাবলে বলা যায়- চিন্তন –মননের একটি অন্যদিক- বিষয়, যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়, অথবা উল্টো দিক-ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষাযখন মননকে পুষ্টি দান করে, তখন তা যেভাবেই প্রকাশিত হোক তা তো প্রবন্ধই; তা আর্যভট্ট বা ভাস্করাচার্যের গাণিতিকতত্ত্বই হোক বা ভরতের নাট্যশাস্ত্রই হোক।অর্থাৎ সভ্যতা সংস্কৃতির যাবতীয় দিকই হতে পারে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। যদি মন-মননের প্রত্যয় দ্বারা যথাযথ ভাবে চিহ্নিত এবং তাঁর রসবোধে জারিত হয়। শুধুতাই নয় মূল বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, মনে হয় প্রবন্ধকারের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির ও প্রকাশভঙ্গিই তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রবন্ধের উৎস ঠিক কেমন ভাবে প্রবর্তিত হয় তা রবীন্দ্রনাথের কথায়-

"পদ্য হল সমুদ্র সাহিত্যের আদি যুগের সৃষ্টি।

তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে, কল কল্লোলে।"

প্রাচীন কালে আমাদের বেদ, পুরাণ, বিজ্ঞান,কৃষি ইত্যাদি সবই ছিল পদ্যে। কারণ প্রাচীন কালে লিখার প্রচলন কম ছিল,তাই প্রাচীন প্রবন্ধগুলিও পদ্যে। অর্থাৎ পদ্য ও গদ্যের মধ্যদিয়ে চিন্তা-চেতনা কিংবা যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে যাওয়াটাই প্রবন্ধের বড়কথা। না হলে "চৈতন্যচরিকামৃত" মহাকাব্য গ্রন্থটি বিভিন্ন বিযয়াশ্রিত প্রবন্ধের একটি কোষগ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ হত না। কালক্রমে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মীয় ভাবনার ভারী পোষাক খুলে যখন নিজেকে চিন্তে পারলো, তখন পদ্যের খোলস ত্যাগ করে পয়ার থেকে ধীরে ধীপে সংলাপের জন্ম নেয়। প্রাচীন ও মধ্য যুগে মানুষ লিখতো হয়তো পদ্যে কিন্তু ভাবনা গদ্যেই ছিল।

ইংরাজী Essay অর্থে প্রবন্ধের যে রুপ ও রীতি আধুনিক বাংলা গদ্যে প্রচলিত আছে,তা প্রাক্ আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যে ছিল না। প্রবন্ধ নামধেয় বর্তমান সাহিত্য রুপটি প্রধানত আধুনিক কালের দান। ইংরাজী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যের এর সূত্রপাত। কিন্তু প্রবন্ধ শব্দটি অতি প্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য,মধ্যযুগের সাহিত্য ও আধুনিক যুগেও –এর প্রবন্ধ নামধেয় সাহিত্য সংরুপ চোখে পড়ে। কিন্তু শব্দটির পাশাপাশি নিবন্ধ, সন্দর্ভ,প্রস্তাব,রচনা শব্দগুলির মধ্যে গোলযোগ বাধে অতি সহজেই।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বঙ্গীয় শব্দকোষ" প্রবন্ধ শব্দের বিভিন্ন অর্থ দেখিয়েছেন। প্রকৃষ্টবন্ধন এই অর্থ ছারাও প্রবন্ধ অর্থের উপায়, কৌশল, চেষ্টা, আরম্ভ, প্রকার রীতি,চাতুরী,কুমন্ত্রণা প্রভৃতিও বুঝিযেছেন। আবার এর ব্যুৎপত্তি করলে দাঁড়ায়(প্র–বনধ্ ধাতু +অ) অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধন, সমৃদ্ধ, সংযোগ, আরম্ভ। শশিভূষণ দাশগুপ্তের কথা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন – তথ্যের সহিত তথ্যের পরস্পর অন্বয় এবং পারম্পর্য, যুক্তির সহিত যুক্তির অন্বয় এবং পারম্পর্য এবং তথ্য ও যুক্তির পরস্পর অন্বয়– এবং সকল জুড়িয়া শেষ পর্যন্ত একটি সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে গমন –ইহাই প্রবন্ধের বিশিষ্ট লক্ষণ।

মধ্যযুগে কাব্যগুলিতেও নিবন্ধ বা প্রবন্ধশব্দটির বিভিন্নার্থ লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরুপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রবন্ধ শব্দটি প্রথম প্রয়োগ চোখে পড়ে।

"এ সব কাজের আক্ষে জাণি এপ্রবন্ধ"

এখানে প্রবন্ধ শব্দের অর্থ কৌশল বা উপায় বুঝানো হয়েছে। আবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রবন্ধ বলতে আরম্ভ ও পরস্পর অন্বয়যুক্ত বাক্যাবলী এই দুই অর্থের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়–

"এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ"

আর একটু এগিয়ে যদি সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে, সংস্কৃতে গদ্যে পদ্যে উভয় রীতিতেই প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবন্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধন যুক্ত রচনার পশ্চাতে ছন্দোগতবন্ধন, বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু সম্বন্ধ রুপ বন্ধন, সর্গ–পর্ব অধ্যায়াদির বন্ধন,রচনা ক্রমের ধারাবাহিক পারম্পর্য রুপ বন্ধন

ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বন্ধন সমন্বিত গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই সংস্কৃত প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃতজ্ঞ আলঙ্কারিক পণ্ডিতগত রামায়ণ

মহাভারত প্রভৃতি কাব্য নাটক সকল রচনাকেই প্রবন্ধ আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। তাই বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন–

वर्णरचनायोरुदाहरिष्यते।

प्रवन्धे यथा महाभारते शान्तः।

रामायणे करुणः।

मालती माधवरत्नावल्यादौ शृङ्गारः।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে মহাকাব্য শব্দের প্রচলন চোখে পড়ে।

নিবন্ধ শব্দটিও বন্ধন যুক্ত রচনা অর্থে প্রযুক্ত। প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রায় সমার্থকবাচক শব্দ গ্রন্থের বৃত্তি যা টীকা বিশেষ অর্থেও নিবন্দ শব্দের লক্ষ করা যায়। শশীভূষণ দাসগুপ্তের কথায় – নিবন্ধ শব্দটি সাধারণতঃ সংস্কৃত অলংকারগ্রন্থে বন্ধনযুক্তরচনা অর্থেই গ্রহণ করা হয়। এই সাধারণ অর্থে প্রবন্ধ এবং নিবন্ধ শব্দ দুটি অনেক ক্ষেত্রে সমার্থকরুপে ব্যবহৃত হযেছে। গীতশব্দরত্নাকরে নিবন্ধ শব্দের অর্থ বলা হযেছে– "নিতরাং বন্ধঃ তাললয়াদিসহিতবন্ধনং যত্র"।

এবারে আসা যাক পাশ্চাত্যের Essay – এর উৎসের খোঁজে। ইংরাজী সাহিত্যে Essay অর্থে যে বিশেষ সাহিত্যকৃতি বোঝায় বাংলায় তার সমার্থক হিসাবে প্রবন্ধ বা নিবন্ধ নাম প্রচলিত। Essay বা attempt অর্থাৎ প্রয়াস এই মূলগত অর্থে।

নবন্ধের উদ্দেশ্য–

১.সাধারণতঃ কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লেখন যখন কোন ভাব বা বিষয় যুক্তি যুক্ত ও সংযতভাবে বা পরিপাটিরূপে গ্রন্থন করেন এবং প্রধানতঃ সরস গদ্যরীতিতে ও দীর্ঘ বা অনতিদীর্ঘ পরিসরে তাহার প্রকাশভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত করে।

২.যে কোন সংক্ষিপ্ত গদ্যরচনা যা বিষয়বস্তুকে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থিত করে, কিংবা কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশ করে কিংবা কোনো বিষয়ের অন্তর্গত

বক্তব্যকে নিষ্কাশিত করে যুক্তির মাধ্যমে পাঠককে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করে।

৩.প্রবন্ধ বা নিবন্ধ এমন এক ধরণের গদ্য রচনা যা কোনো বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থিত করে অথবা একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয় কিংবা কোনো বিতর্কিত বিষয়ে পাঠককে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে।

৪.আবহমান সভ্যতার মননে সংস্কৃতির যাবতীয় দিক সংক্রান্ত যে চিন্তাভাবনা, তা যখন যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মতভাবে অর্থাৎ শৃঙ্খলিত যুক্তি বিন্যাসে ধরা পড়ে বর্ণ-শব্দ-বাক্য সহযোগে, তখন সেখানেই খুঁজে পাওয়া যায় প্রবন্ধের বিচারণ ভূমি,সে বিচরণ ছন্দের তালের হোক বা আড্ডার মেজাজেই হোক।

মূলরূপে কোন বিষয় বস্তুকে যুক্তির মধ্য দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই প্রবন্ধের মূলকথা।

শ্রেণীবিভাগ -

প্রবন্ধকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১. বস্তুনিষ্ঠ, অন্ময়,আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধ(Formal, Impersonal , Objective Essay)। ২. ব্যক্তিনিষ্ঠ,মন্ময়,ভাবপ্রধান প্রবন্ধ,(Personal/Familiar Essay, Subjective Essay)। ১. বস্তুনিষ্ঠ, অন্ময় প্রবন্ধ বুদ্ধি প্রধান ও তাতে বিষয় বস্তুর প্রাধান্য থাকে। লেখক তথা বিষয়ীর ব্যক্তিত্ব সেখানে বস্তুনিষ্ঠা ও আনুষ্ঠানিকতা, জ্ঞান ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যে আচ্ছাদিত। এখানে পাঠকও লেখকের মধ্যে কোনো হৃদয়ের সংযোগ ঘটে না। কিন্তু ব্যক্তিনিষ্ঠে এর বিপরীতটি পরিলক্ষীত হয়।

বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধকে ড. অধীর দে চার ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. Detarminative

১.বিবৃত্তি মুখ্য প্রবন্ধ(Narrative Essay)- যেমন –ঐতিহাসিক, সমসাময়িক ঘটনা।

২.বর্ণনা বা তথ্যপ্রধান প্রবন্ধ(Descriptive or Informative Essay)যেমন-বিজ্ঞানেরবিচিত্রবিষয়,সংস্কৃতিক মূলক রচনা ইত্যাদি।

খ.Explanatory.

৩.তত্ত্ব- বিচার বা মননাশ্রীত প্রবন্ধ(Argumentative or Reflective Essay) যেমন- ধর্মীয় মতবাদ, দর্শন-তত্ত্বমূলক রচনা।

৪.সমালোচনা বা ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ(Critical or Expository Essay)যেমন-সাহিত্য প্রসঙ্গ এবং বিবিধ শিক্ষামূলক রচনা।